Tarak.
THE NEW THEATRES LIMITED
Released 6-7-1940
Fever Mixture (S)

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

এসোসিয়েটেড্ প্রোডাক্সন্সের

প্রথম চিত্রার্ঘ্য

আলো-ছায়া

পরিচয় :

রঞ্জন	পঙ্কজ মল্লিক
অশোক	রতীন বন্দ্যোঃ
সুলতা	শ্রীলেখা
তুলসী	মলিনা
তুলসীর পিতামহ	কৃষ্ণচন্দ্র দে
সুলতার পিতা	শৈলেন চৌধুরী
ইলা (সুলতার বন্ধু)	কুমারী মঞ্জরী
সুলতার মাতা	মনোরমা
বঙ্কিম	শ্যাম লাহা
গোকুল	খগেন পাঠক
ডাক্তার	প্রকাশ দে

সংগঠনকারী :

পরিচালক	দীনেশ দাস
সঙ্গীত পরিচালক	কৃষ্ণচন্দ্র দে
চিত্রশিল্পী	সুধীন মজুমদার
শব্দধর	অতুল চ্যাটার্জ্জি
সংলাপ	প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদক	কালী রাহা
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	সুবোধ গাঙ্গুলী
শিল্পপরিকল্পক	সুধাংশু চৌধুরী
	তারক বসু
ব্যবস্থাপক	শ্যাম লাহা
সঙ্গীত রচয়িতা	অজয় ভট্টাচার্য্য

সহকারী :

চিত্রপরিচালনায়	হেমেন গুপ্ত
	সিরাজ
সঙ্গীত পরিচালনায়	প্রণব দে
	হরিপদ রায়
ব্যাবস্থাপনায়	শৈলেন মান্না
	বিজয় বোস
শব্দধারনায়	মণি বোস
	ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য
চিত্রশিল্পে	কেষ্ট মুখার্জ্জী
	কমল বোস

o o

o

নীচের এই গানখানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের :

'আমার ভুবন ত' আজ হ'লো কাঙাল'

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ

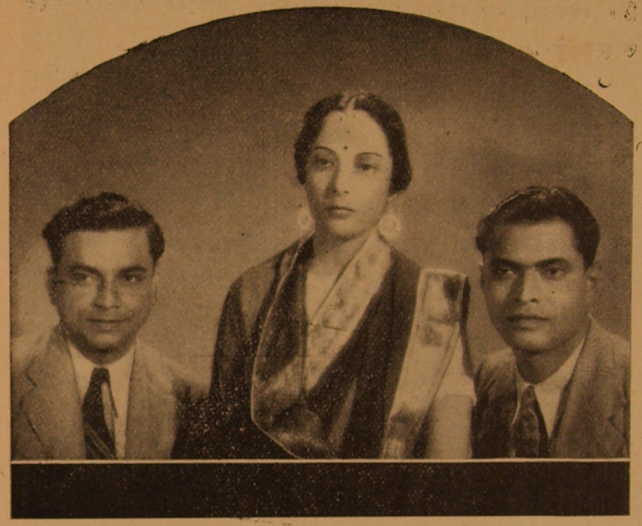

আলো-ছায়া

কাহিনী

একদিকে বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা, আর একদিকে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগ,—একদিন বুঝি বহু আধুনিক মেয়ের জীবনে-ই নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করিয়া এ দুইএর মধ্যে বাছাই করিবার প্রয়োজন আসে—সুলতারও তাহাই আসিয়াছিল।

রঞ্জন ও অশোক—সুলতার সঙ্গে দুজনেরই অনেকদিনের পরিচয়, —দুজনে আবার পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই বন্ধুত্বের মাঝে সুলতা হয়ত ব্যবধানের প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু অশোকের অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্যে ও মহত্ত্বে তাহা হইতে পারিল না। আভাষে সুলতার অন্তরের কথা বুঝিয়া অশোক এমন নিঃশব্দে আত্মগোপন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল যে, রঞ্জন জানিতেও পারিল না সুলতার প্রতি কি গভীর অনুরাগ-ব্যাকুলতা বন্ধুর হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া আছে।

বিদেশে চাকুরী পাইয়া রঞ্জন তখন তাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়াছে।

ঠিক হইয়াছে, মাস ছয়েক বাদে সেখান হইতে ফিরিলেই সুলতার সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে তাহা হয় কই! অপ্রত্যাশিতভাবে দৈব আসিয়া এমন বাদ সাধিবে তখন কে জানিত!

কর্ম্মস্থলে যাওয়ার পথে নদীতে ঝড়ে রঞ্জনের নৌকা ডুবিয়া গেল। রঞ্জনের বিশ্বস্ত ভৃত্য গোকুল নৌকা-ডুবি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রভুর কোন সন্ধান সে পাইল না। সুলতাদের বাড়ী এ নিদারুণ সংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিল। এক মুহূর্ত্তে মৃত্যু-বেদনার হিমস্পর্শে এ পরিবারের সমস্ত আনন্দ-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল,—সুলতার জীবনে যে অন্ধকার নামিয়া আসিল তাহা বুঝি আর কোন দিন দূর হইবার নয়।

রঞ্জন কিন্তু জলে ডুবিয়া মারা যায় নাই। তাহার জ্ঞানহীন দেহ নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়া এক জায়গায় তীরে লাগিয়াছিল। ঝড়ের পরদিন সকালে সেই পথে যাইবার সময় একটি নৌকার আরোহীরা তাহাকে দেখিতে পায়। মৃতদেহ মনে করিয়া হয়ত তাহারাও রঞ্জনকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইত; কিন্তু একজনের আগ্রহাতিশয্যে তাহা সম্ভব হয় নাই—সে তুলসী। অন্ধ ঠাকুরদাদার সহিত সেও ঐ নৌকায় কলিকাতায় যাইতেছিল। তাহারা দরিদ্র বৈষ্ণব। স্থানে স্থানে গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ানই তাহাদের পেশা।

রঞ্জনকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া অনেক কষ্টে তাহার প্রাণরক্ষা করিবার পর তুলসী ও তাহার ঠাকুরদাদা আর এক বিপদে পড়িল। রঞ্জন প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু দেখা গেল তাহার স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে কিছুই সে বলিতে পারে না।

এবারও তুলসীর অনুরোধে তাহার ঠাকুরদাদাকে কলিকাতায় রঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজী হইতে হইল।

কলিকাতায় আসিয়া সহরতলির একটি দরিদ্র অঞ্চলে তাহারা বাসা লইয়াছে। কিন্তু রঞ্জনের পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসার কোন লক্ষণই নাই। এই সরল দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারের অনাড়ম্বর জীবনে

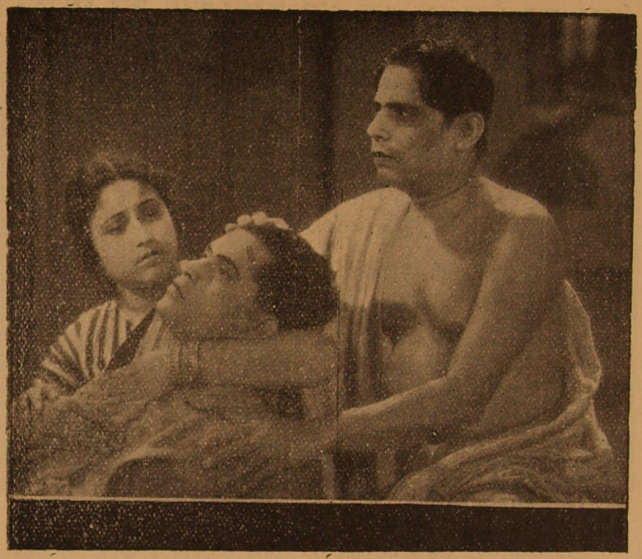

সে যেন বেশ সহজ ভাবেই মিশিয়া গিয়াছে। শুধু আগেকার জীবনের কোন পরিচয়ের সম্মুখীন হইলে এখনো কি যেন অব্যক্ত যাতনায় তাহার জ্ঞান হারাইয়া যায়। তা ছাড়া তার জীবনে কোন দুঃখ, কোন অনুশোচনা আছে বলিয়া মনে হয় না। তুলসীর মনে এই অনাহূত অসহায় অতিথিটির প্রতি ধীরে ধীরে যে অনুরাগের রক্ত গাঢ় হইয়া উঠিতেছে তাহার আভা রঞ্জনের মনেও লাগিয়াছে কিনা কে বলিতে পারে।

এদিকে সুলতার জীবনে দুঃখের রাত্রির আর অবসান নাই। রঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর হইতে সে জীবনের সকল ব্যাপার হইতেই নিজেকে সরাইয়া লইয়া একরকম স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনের মধ্যে বাস করিতেছিল। কিন্তু সেটুকু শান্তিও তাহার মিলিল না। একমাত্র মেয়ের এই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া স্নেহের আতিশয্যে তাহার মা স্নেহের উৎপীড়ন সুরু করিয়া দিলেন। সুলতা আবার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠুক ইহাই তাঁহার কামনা।

যাহার সহিত বিবাহের কথা মাত্র হইয়াছিল তাহার জন্য সুলতা

নিজের সমস্ত জীবন কেন এমন করিয়া ছারখার করিয়া দিবে ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। সুলতার বিবাহ দিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সুলতার একদিন আর বুঝি সহ্য হইল না। হৃদয় তাহার যত বিদ্রোহই করুক সকলে যাহাতে খুশী হয় তাহাই সে করিবে—এই কঠিন সঙ্কল্প লইয়াই সে নিজে হইতে অশোকের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল।

রঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর হইতে সুলতার শোক যে সাধারণ সান্ত্বনার অতীত তাহা বুঝিয়া অশোক নিজে হইতেই দূরে সরিয়া থাকিয়াছে। সুলতার এই আকস্মিক প্রস্তাবে সে বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। সুলতার প্রতি তাহার গভীর ভালবাসা আজও অটুট, কিন্তু উত্তেজনার এই দুর্ব্বল অসতর্ক মুহূর্ত্তে সুলভে তাহাকে পাইতে সে চায় না। সুলতাকে তাই সে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চাহিল। কিন্তু সুলতা তাহার সঙ্কল্পে অটল।

বিবাহের কথা পাকা হইয়া যায়। সুলতাদের পরিবারে আবার সুখের হাসি দেখা দেয়। সুলতাকে দেখিয়া মনে হয় সেও বুঝি ভাগ্যের বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রাম করিবার মূঢ়তা এতদিনে উপলব্ধি করিয়াছে। অশোকের জীবন ত' সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

বিবাহের পর কিছুদিনের জন্য সে নির্জ্জনে কোথাও সুলতাকে লইয়া থাকিতে চায়। সেই জন্য বন্ধু বঙ্কিমকে লইয়া সহরের প্রান্তে একদিন অশোক একটি বাড়ী দেখিতে গেল। ভাগ্য-দেবতা বুঝি অলক্ষ্যে বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন।

তুলসী ও রঞ্জন সহরের ওই অঞ্চলেই বাস করে। সেদিন তাহারা কাছাকাছি এক জায়গায় গান গাহিতে গিয়াছিল। বঙ্কিম ভাগ্যক্রমে সেখানে গান শুনিতে যাইয়া উপস্থিত। গায়ককে দেখিয়া বঙ্কিম বিস্মিত হইল, কিন্তু সে যে রঞ্জন হইতে পারে তাহা তখনও বঙ্কিমের ধারণার অতীত। অশোকের সহিত বাড়ী ফিরিবার পথে রঞ্জনের সহিত আসরের গায়কের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের কথা সে কথায় কথায় উল্লেখ করিল। অশোক অবিশ্বাস করায় বঙ্কিমের জেদ আরো বাড়িয়া গেল। অশোককে সে বিশ্বাস না করাইয়া ছাড়িবে না।

বঙ্কিমের সহিত আবার আসরে ফিরিয়া আসিয়া অশোক রঞ্জনকে এবার দেখিল। সে দেখিয়া চিনিলেও রঞ্জন তাহাকে চিনিতে পারিল না। অশোক তবু কোনমতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আবার তাহার সহিত দেখা

করিতে গেল এবং নিঃসংশয়ে এবার প্রমাণ পাইল যে, সে স্মৃতিভ্রষ্ট রঞ্জন ছাড়া আর কেহ নয়।

অশোকের অন্তরে এইবার যে দ্বন্দ্ব সুরু হইল তাহা নিদারুণ। একদিকে ন্যায়ের মর্য্যাদা, বন্ধুত্বের দাবী ও চিকিৎসকের দায়িত্ব। আর একদিকে নিজের ও আর একটি নারীর সুখ, সৌভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ। রঞ্জনের প্রতি তুলসীর ভালবাসা যে কত গভীর সামান্য একটু আভাষেই তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। ডাক্তার হিসাবে সে জানে যে, এখনো রঞ্জনের স্মৃতিভ্রংশের প্রতিকার করা হয়ত সম্ভব। কিন্তু সেই চেষ্টা করাই কি তাহার উচিত! কিছু যদি সে না করে, রঞ্জনকে আবার খুঁজিয়া পাওয়ার কথা যদি সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও ত' কোন ক্ষতি নাই। তাহার সহিত রঞ্জনের দেখা হওয়া একটা আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া আর ত' কিছু নয়। এ আকস্মিক সাক্ষাৎ হয় নাই মনে করিতে দোষ কি? রঞ্জন আর জীবিত নাই এই কথা জানিয়া, সুলতা ভাগ্যের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। রঞ্জনের বাঁচিয়া থাকার কথা নাইবা আর সে জানিল! একদিকে সে ও সুলতা, আর একদিকে রঞ্জন ও তুলসী—অনায়াসে তাহা

(২) ইলার গান

বনের দুটি পাখী
খাঁচায় ছিল বাঁধা
এটির গান ছিল
ওটির সুরে সাধা ;

এ যদি পেত সুধা
মিটিত ওর ক্ষুধা
কাঁদিলে এই জনা
ওটিরো হতো কাঁদা ॥

আকাশ একদিন
ডাকিল এসো বলি'
সোনার খাঁচা ভাঙ্গি'
একটি গেল চলি' ;

বিহগী একা রহি
কাঁদিল এই কহি
দুটিতে ছিনু এক
আমি তো শুধু আধা ॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য ।

(৩) গোঁসাইজীর গান

রাতের ঝড়ে শুনেছিলাম কালিয়ার ঐ বাঁশী
মেঘের কালোয় চির-কালোর ফুটেছিল হাঁসি,
প্রভাতে ঐ পথের 'পরে লুটায় দেখি বেণু
পায়ের নূপুর বুকে লয়ে কাঁদে ধূলি-রেণু।

কূল-ছাড়া এই নদী জানে কুল ছাড়িলাম কেন
এ পারে যা হারানু তা ওপারে পাই যেন
নয়নে পাই নয়ন-মণি হিয়াতে পাই হিয়া
নূতন ক'রে ঘর পাতিব ঘরে আগুণ দিয়া।

তুফান্ যদি আসে আসুক হালে আছে কাণ্ডারী,
আমি চলি, সেজন চালায় ডুবলে তরী লাজ তারি।
আমার আমি হারিয়ে আমি এক হইলাম তার-সনে,
নদী পেলো সাগর—এবার বারি মিশে চন্দনে ॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

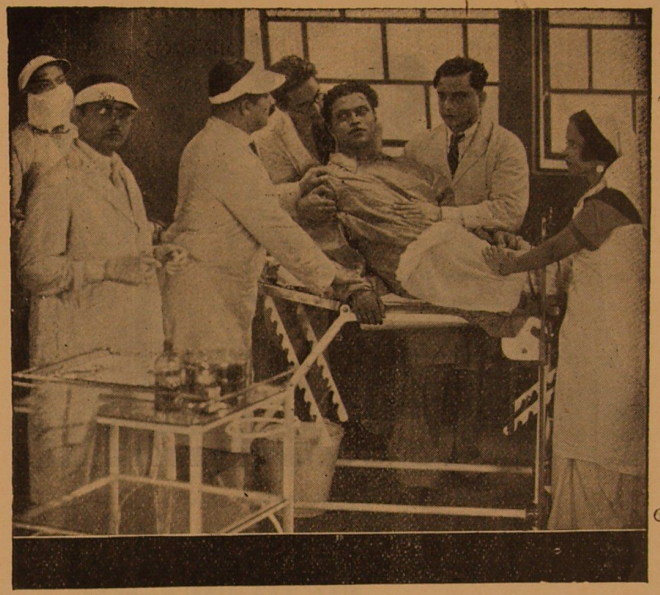

(৪) ডুয়েট গান

রঞ্জন—বাঁশি তুই বাজা রাখাল
তেম্নি ক'রে ;
বাঁশিতে আগুন জ্বলে
বাদল ঝরে।
যে সুর কাঁপে লতায়-পাতায়
ঝিলিমিলি ঢেউ-এর মাথায়
সুরের জালে সে সুর খানি
আন্‌রে ধরে।

তুলসী—সাজা তুই ফুলের আসন তরুতলে
ভুলে যেন তোরেই ডাকি
বৃন্দাবনের কানু ব'লে।
রঞ্জন—নাই যদি পাই রাইকিশোরী
রাজকন্যা আনবো ধরি'
(ও তুই) রাজা হবি—দেশছাড়া এই
দেশান্তরে ॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

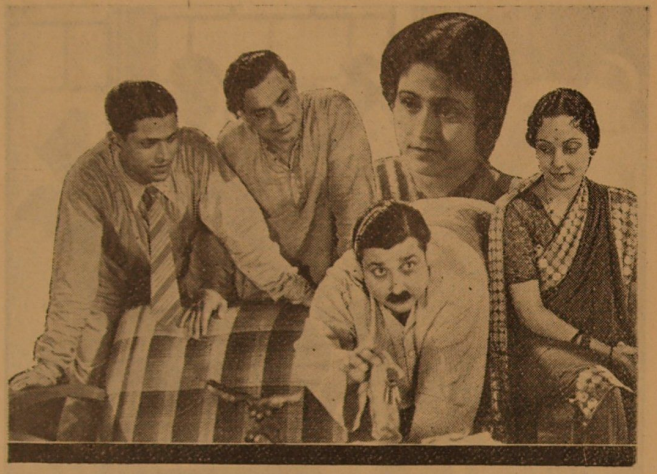

(৫) রঞ্জনের গান

আমার ভুবন ত আজ হ'লো কাঙাল
কিছু ত নাই বাকি
ওগো নিঠুর দেখতে পেলে তাকি'
তার সব ঝরেছে সব মরেছে
জীর্ণ বসন ঐ পরেছে
প্রেমের দানে নগ্ন-প্রাণের লজ্জা দেহ ঢাকি।
কুঞ্জে তাহার গান যা ছিল
কোথায় গেল ভাসি
এবার তাহার শূন্য হিয়ায়
বাজাও তোমার-বাঁশী।
তার দীপের আলো কে নিভালো
তারে তুমি এবার জ্বালো
আমার আপন আঁধার—
আঁখিরে দেয় ফাকি॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ।

(৬) কোরাস গান

ইলা—অঞ্চলে সখি চঞ্চলে বাঁধি আনিলে
জয় ক'রে তারে শেষ পরাজয় মানিলে।
দুইবন্ধু—কোন্ মন্তরে ঐ অন্তরে বাজে বাঁশরি
কোন্ সুন্দরে লভি বন্ধুরে গেলে পাশরি'।
চারবন্ধু—তোর যাদুকর কত মায়া জানে
কিছু না কহিয়া নয়নে হাসিয়া
পরাণ ধরিয়া টানে।

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

(৭) কোরাস গান

চল্‌রে এবার সবাই চল্
লাগ্‌লো দড়ি কার নাকে
আঁচল-ধরা কে হয়েছে, কে ছেড়েছে তোদের দল ?
দেখবি তারে চল্‌রে চল।
১ম বন্ধু—তুই জহুরী জহর চিনিস
বেছে নিলি মুক্তাফল
২য় বন্ধু—ও শিকারী কর্‌লি শিকার
কোন্ হরিণী বল্‌রে বল।
৩য় বন্ধু—রামের সনে সীতার বিয়ে
সেইতো বিধির হাতের ফল॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

(৮) ইলার গান

দখিনার একটু দোলায়
এতকি আনন্দ রে।
ফুটেছে একটি মুকুল
কত যে সুগন্ধ রে।
সারাদিন পথ-চাওয়া
সারাক্ষণ মিছে গাওয়া
সহসা কাছে পাওয়া
জাগালো কি ছন্দ রে॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

(৯) কীর্ত্তন (ডুয়েট—রঞ্জন ও তুলসী)

মধুর মাধুরী সনে রূপ-রাস নিধুবনে
নিকষে মিলয়ে যেন কাঞ্চন-রেখা,
শ্যাম-করে কর দিয়া শ্রীমতী বিবশ-হিয়া
নবজলধরে যেন ইন্দুর-লেখা।

কিবা বঙ্কিম ঠাম ধরায় সে অনুপাম
খঞ্জন পায় লাজ গতি সুখ ভঙ্গে,
অধরে মুরলী পূরে রাধা নাম সাধা সুরে
দুঁহু সনে দুঁহু বাঁধা অপরূপ রঙ্গে।

নূপুর-নিকণ শুনে কোকিলায় লাজমানে
ভ্রমরা ভুলিল হেরি মুখ-কমলে
সখিজন দূরে রহি' উলু দেয় রহি রহি
ধূলার ধরায় একি প্রেম উছলে।

হেন রূপ দরশিতে বারি ঝরে আঁখিপাতে
না হেরিলে আরো দুখ পরাণে জাগে
বাখানিতে নাহি ভাষা পূরিয়া না পূরে আশা
নয়ন ছাড়িয়া রূপ হৃদয়ে লাগে।

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

(১০) রেডিওর গান

(আজি) ফুল ঝরিবার দিনে
গান যে ফুরালো বীণে;
বেলা শেষে জাগে ভয় তোমারে হারাই পাছে।
তবু কোনদিন তুমি ভুলের খেলায় মোর
ছিলে যে হিয়ার কাছে।
তবু আশা ছিল কত, যবে ছিল মায়া-রাতি
ক্ষণেকের বঁধু মোর তুমি হবে চির-সাথী।
প্রাণে প্রাণে জাগা বাণী।
কানে কানে বলা হলো,
ভুলিবি কি তারে বলো ?
শুনেছিলো শশীতারা
শুনেছিলো পাখী গাছে
সে কথা যে মনে আছে
তবু কেন জাগে ভয়
তোমারে হারাই পাছে ॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য

(১১) গোসাইজীর গান

এ ধনি মানিনী মান নিবার
তোহে বিমুখ দেখি ঝুড়ায় যুগল আঁখি
বিদরে পরাণ হামার।
দেহ গেহ সার সকলি হামার
তুহুঁ যে নয়ন তারা।
আধ তিল হাম তোহে না হেরিলে
সব দেখি আঁধার।
তুহু যদি অভিমানে মোহে পেমখি
হাম কাঁহা যাওয়ব আর ॥

—মহাজন পদাবলী।

(১২) কীর্ত্তনের-আখোড়

কৃষ্ণ আমার নিকষ-কালো
রাই কিশোরীর রূপের সোনা
ঐ কালোতে মানায় ভালো।
কৃষ্ণ আমার নীল-জলদ
রাই কিশোরী সোনার শশী
মেঘের ফাঁকে মানায় ভালো।
তাইতে আমার জগৎ আলো।

—অজয় ভাট্টচার্য্য।

(১৩) ডুয়েট গান

তুলসী—পাতার ঘরে একটি যে ফুল
আমিই সে ফুল নাকি ?
ভ্রমর এলেই লাজুক মেয়ে
ঘোমটা দিয়ে থাকি।
রঞ্জন—ভোরের বেলা শিশির দিব
চাঁদের আলো রাতে
আপন হতেই বাহির হবে
ফাগুণ দিনের সাথে।
তুলসী—বনের মেয়ে বকুল চাঁপা
ফুটবে থরে থরে
তোমার আমি কোথায় আছি
চিন্‌বে কেমন করে ?
রঞ্জন—হরিণ চিনে খেলার সাথী
চকোর চিনে চাঁদে
পরাণ জানে কাহার পরাণ
আমার লাগি কাঁদে।
তুলসী—তাই যে বাঁধা দুটি হিয়া
একটি মায়া ফাঁদে॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

(১৪) কে, সি, দে-র গান

ওরে অবুঝ খেয়ালী
ও তোর মন জ্বলেছে ঘর জ্বলেছে
তারেই বলিস্ দেয়ালী ?
মিছে রে তোর ছলনা
ও তোর হাসির বীণায় কান্না বাজে
লুকিয়ে রাখা হলো না।